দৈঃ জনকণ্ঠ

তারিখ OCT 02 2006

জোট আমলে ক্যাম্পাসে হত্যা করা হয়েছে ৪ শিক্ষককে, তদন্ত বা বিচার হয়নি একটিরও

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময়কালে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে ঢুকে শিক্ষক হত্যাকাণ্ডের কোন ঘটনার সঠিক তদন্ত হয়নি। হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার প্রমাণ মিললেও জোটের রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কারণে খুনীদের বাঁচানোর চেষ্টা চলেছে। অনেক সময় তদন্ত চলেছে উল্টোপথে। কখনও ছাত্র লীগ নেতাদের টার্গেট করে তদন্তের নামে নাটক সাজিয়ে থানায় নিয়ে নির্যাতন করে বাজে নজির স্থাপন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট অনেকের অভিমত, সঠিক তদন্ত বা বিচার না করার কারণে একের পর এক এসব হত্যাকাণ্ড ঘটছে।

সর্বশেষ গত ২৩ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সু

'নিজেদের লোক' বলেই রেহাই পাচ্ছে খুনীরা!

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি আফতাব আহমাদ হত্যাকাণ্ডের তদন্তও চলছে অনেকটা দায়সারা গোছের। এছাড়া প্রতিক্রিয়াশীল শিবির চক্র সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. জাফর ইকবাল ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হককে প্রকাশ্যে হত্যা ও জিহ্বা কেটে নেয়ার হুমকি দিলেও জড়িতদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা

(১১- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

জোট আমলে ক্যাম্পাসে

(১২-এর পাতার পর)

নেয়া হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক আ.আ.ম.স আরেফিন সিদ্দিক জনকণ্ঠকে বলেন, জোট সরকারের সময়কালে চারজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। কিন্তু বর্বর এসব হত্যাকাণ্ডের কোনটিরই সঠিক তদন্ত বা বিচার হয়নি। তদন্ত না হওয়ার কারণে অপরাধীদের সাহসের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব হত্যাকাণ্ডে সরকারের কোন মহল জড়িত আছে কিনা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ থাকার পরও শিবির ক্যাডারকে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। সরকারের একটি মহল জড়িত থাকার ব্যাপারটিও সামনে এসেছে। সরকার যদি দাবি করতে চায় তারা এসব ঘটনায় জড়িত নয়, তাহলে এসব হত্যাকাণ্ডের সঠিক তদন্ত করে দোষীদের খুঁজে বের করে তার প্রমাণ দিতে হবে।

গত ২০০৪ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির বইমেলা চলাকালে বাংলা একাডেমীর সামনে সন্ত্রাসী হামলার শিকার হন প্রথাবিরোধী লেখক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. হুমায়ুন আজাদ। হামলার পর তাঁকে বিদেশে নিয়ে চিকিৎসা করানো হয়। কয়েক মাস পরে তিনি জার্মানিতে মারা যান। কিন্তু ঘটনার পর হামলাকারীদের খুঁজে বের করার ব্যাপারে সরকার, পুলিশ বা গোয়েন্দাদের আন্তরিকতার পরিবর্তে ছাত্রলীগকে টার্গেট করা হয়েছিল। ঘটনার পর পরই ছাত্রলীগ নেতা আবু আশ্বাসকে ধরে থানায় নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। তাকে কথিত 'বোমা আশ্বাস' উপাধি দিয়ে নির্যাতন করে হামলার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করা হয়। অবশেষে জঙ্গী গ্রেফতার ওরু হলে আদালতে হুমায়ুন আজাদের ওপর হামলার দায়িত্ব স্বীকার করে তারা। তার পরেও ছাত্রলীগের বর্তমান প্রাথমিক গণশিক্ষা সম্পাদক আবু আশ্বাসকে আদালতে হাজিরার ঘানি টানতে হচ্ছে। রবিবার সন্ধ্যায় তিনি জনকণ্ঠকে বলেন, গত আগস্ট মাসের শেষ দিকে তাকে সর্বশেষ, আদালতে হাজিরা দিতে হয়েছে। জঙ্গীরা দায়িত্ব স্বীকার করলেও তাকে রেহাই দেয়া হয়নি।

~~জোট সরকারের সময়কালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দু'শিক্ষক সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হয়েছেন।~~

গত ২০০৪ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে খুন হন অর্থনীতির অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুস। এ ঘটনায় পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে জামায়াত-শিবিরের তিন ক্যাডার জাফর, বাবু ও জিল্লুরের সংশ্লিষ্টতা পায়। জঙ্গীরা এ হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব স্বীকার করায় তদন্ত থেমে সব কিছু ঝুলে আছে। চলতি বছরের ১ ফেব্রুয়ারিতে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঢুকে হত্যা করা হয় ভূ-তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. এস তাহেরকে। আলোচিত এ হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনাকারী হিসাবে নাম আসে একই বিভাগের বিএনপিপন্থী এক শিক্ষক এবং ছাত্রশিবির বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মাহাবুব আলম সালেহীর নাম। ঘটনার পর পুলিশ শিবিরের এ নেতাকে গ্রেফতার করার সাহস পায়নি। হত্যাকাণ্ডে পরিকল্পনাকারী বিএনপিপন্থী শিক্ষক গ্রেফতার হয়ে কারাগারে থাকলেও ক্ষমতার জোরে সালেহী সব কিছুর উর্ধে আছে। তাকে ক্যাম্পাসে ফিরিয়ে এনে ক্লাসের উপস্থিতি হার না থাকার পরও পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। সালেহী এখন দিব্যি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

সর্বশেষ গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ফুলার রোডের বাসার বেডরুমে গুলিবিদ্ধ হয়ে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে মারা যান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আফতাব আহমাদ। ঘটনার এক সপ্তাহ পার হলেও তানভির ইসলাম জয়ের পাঠানো ফ্যাক্স বার্তা ছাড়া তদন্তে কোন অগ্রগতি নেই। মামলাটির তদন্ত করছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। তাদের দাবি, ঘটনার পিছনে জয়ের হাত থাকতে পারে। তবে জয়কে দিয়ে এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা উচিত। নিহতের স্ত্রী নুরজাহান আফতাবও গোয়েন্দা পুলিশ ও সিআইডির কাছে একই দাবি তুলে ধরেছেন।। রবিবার রাতে গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) যুগ্ম কমিশনার শহীদুল ইসলামের কাছে তদন্তের অগ্রগতির ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি জনকণ্ঠকে বলেন, প্রাথমিকভাবে মিশনে অংশ নেয়া